মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

আলোচ্য বিষয় - বচনের শ্রেণীবিভাগ

দর্শন – অনার্স

Semester - IV

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

বচনের সংজ্ঞা –

সাধারণ ভাষায় বলা হয় যে, ভাষায় প্রকাশিত অবধারণকে বলা হয় বচন। আর অবধারণ হল এক প্রকার মানসিক অবস্থা।
অন্যভাবে বলা হয়, সে সকল বাক্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে সেই সব বাক্যকে বলা হয় বচন।

বাক্য বা বচনকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। নিচে বচন বা বাক্যের কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল –

সম্বন্ধ অনুসারে বচনের শ্রেণীবিভাগ

সম্বন্ধ অনুসারে বচনকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

১. নিরপেক্ষ বচন

এবং ২. সাপেক্ষ বচন

১. নিরপেক্ষ বচন

যে বচনের উদ্দেশ্যপদ এবং বিধেয় পদের সম্বন্ধ কোন শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অর্থাৎ যে বচনের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে শর্তহীনভাবে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে, তাকে বলা হয় নিরপেক্ষ বচন।

উদাহরণ

i) সকল ফুল হয় সুন্দর।

ii) কোন কোন রাজনীতিবিদ হয় সৎ ব্যক্তি।

২. সাপেক্ষ বচন বা অ-নিরপেক্ষ বচন

যে বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের সম্বন্ধ কোন শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ যে বচনের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে শর্তাধীনভাবে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে, তাকে বলা হয় সাপেক্ষ বচন।

উদাহরণ

i) যদি বৃষ্টি হয় তাহলে মাটি ভিজবে।

ii) হয় কাজল বিদ্যালয়ে যাবে অথবা কাজল বাজারে যাবে।

গুণ অনুসারে বচনের শ্রেণীবিভাগ

গুণ অনুসারে বচনকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা -

১. সদর্থক বচন বা হ্যাঁ-বোধক বচন,

এবং ২. নঞর্থক বচন বা না-বোধক বচন।

১. সদর্থক বচন বা হ্যাঁ-বোধক বচন:

যে বচনের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর সকল বা কতিপয় সদস্য সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার করে তাকে বলা হয় সদর্থক বচন। যেমন –

i) 'A' সকল ফুল হয় সুন্দর বস্তু।

ii) 'I' কোন কোন ফুল হয় সাদাবস্তু।

২. নঞর্থক বচন বা না-বোধক বচন:

যে বচনের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর সকল বা কতিপয় সদস্য সম্পর্কে কোন কিছু অস্বীকার করে তাকে বলা হয় নঞর্থক বচন। যেমন –

i) ‘E’ কোন মানুষ নয় দেবতা।

এবং ii) ‘O’ কোন কোন রাজনীতিবিদ নয় সৎ ব্যক্তি।

পরিমাণ অনুসারে বচনের শ্রেণীবিভাগ

পরিমাণ অনুসারে বচনকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা -

১. সামান্য বা সার্বিক বচন,

এবং ২. বিশেষ বচন।

১. সামান্য বা সার্বিক বচন:

যে বচনের বিধেয়পদ উদ্দেশ্যপদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর সকল সদস্য সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে তাকে বলা হয় সামান্য বা সার্বিক বচন।

যেমন - i) 'A' সকল ফুল হয় সুন্দর বস্তু।

এবং ii) 'E' কোন মানুষ নয় দেবতা।

২. বিশেষ বচন:

যে বচনের বিধেয়পদ উদ্দেশ্যপদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর কতিপয় বা অল্পকিছু সদস্য সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে তাকে বলা হয় বিশেষ বচন।

যেমন -

i) 'I' কোন কোন ফুল হয় সাদাবস্তু।

এবং ii) 'O' কোন কোন রাজনীতিবিদ নয় সৎ ব্যক্তি।

- বিশিষ্ট বচন

যে বচনের উদ্দেশ্যপদ একটি মাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাকে বলা হয় বিশিষ্ট বচন।

যেমন – i) রবীন্দ্রনাথ হন গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

এবং ii) তাজমহল হয় পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য।

ধন্যবাদ